২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশমালা

৩। মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১।	মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত করার প্রস্তাব করা হলো। যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে- এই বিধান প্রয়োগ করা হোক।	বর্তমানে মূল্য ঘোষণা ও মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান আছে। পণ্যের মূল্য বা তার উপকরণের মূল্য বা মূল্যের কোন উপাদানে সামান্যতম হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলেই মূল্য ঘোষনা বা তার সংশোধনী প্রদান করতে হয়। সেটা গ্রহণ করা বা না করা মূসক কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ে শুধুই লাভ থাকবে, কখনও লোকসান হতে পারবে না অসম্ভব বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে উপকরণ-মূল্য অনধিক ৫% হ্রাসবৃদ্ধির জন্য মূল্য সংশোধন প্রয়োজন নেই, কিন্তু নিরীক্ষায় সেটা মানা হয়না।	মূসকসহ যে কোন কর ব্যবসার উপজাত। কর দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা হয় না। ব্যবসা করা হলে মূসক প্রযোজ্য হয়। সুতরাং ব্যবসাকে তার নিজস্ব পথে চলতে দিয়ে কর আদায় করা সমীচীন। কর কর্তৃপক্ষ যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই মূল্য রেশন শপের মত শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করতে হয় তাহলে মূসক হয়ত থাকবে কিন্তু কোন ব্যবসা থাকতে পারবে না। একই ব্যবসায়ী একই পণ্য অবস্থা বিবেচনাই ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতা বা ক্রেতা শ্রেণীর জন্য পৃথক মূল্যে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে দরাদরি করা এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় লাভ করাই মূল লক্ষ্য। মূল্য অনুমোদন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীর সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে।
২।	যে পর্যন্ত মূল্য ঘোষণা ও অনুমোদনের বিধান প্রত্যাহার করা না হয় সে পর্যন্ত - (ক) উপকরণের তালিকা, পণ্য মূল্য এবং সহগ সম্পর্কে উৎপাদকের ঘোষনাই চূড়ান্ত গণ্য করার বিধান করা হোক। (খ) উপকরণ মূল্যে হ্রাস- বৃদ্ধি ঘটলেও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাস- বৃদ্ধি না করা হলে মূল্য- ঘোষণায় সংশোধনী প্রদান করতে হবে না মর্মে বিধান করা হোক। (গ) প্রকৃত এবং দৃশ্যমান অপচয় মেনে নেবার বিধান করা হোক।	মূল্য সংযোজন কর আইনে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর মূল্য সংযোজন কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু মূল্য অনুমোদনের বিধান ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ উপকরণের ব্যবহার এবং পণ্য উৎপাদনের পরিমান নির্ধারণ করে থাকেন। কোন উৎপাদক বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পরিমানের উর্দ্ধে উপকরণ ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমানের চেয়ে কম পরিমান উৎপাদন করলে কম উৎপাদিত পণ্যের উপর মূসক কর্তৃপক্ষ দাবী নামা জারী করে থাকেন।	মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হয় পণ্য সরবরাহ করলে। পণ্য সরবরাহ করা না হলে মূসক নিরুপণের কোন বিধান মূসক আইনে নেই। উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করে প্রকৃত অপেক্ষা অধিক এবং কল্পিত উৎপাদনের উপর মূসক দাবী করা ন্যায় নীতির পরিপন্থি এবং এতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়রানি ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩।	টার্ণ ওভার ট্যাক্স এর জন্য বার্ষিক টার্ণ ওভার ৭০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা নির্ধারন এবং টার্ণ ওভার ট্যাক্স ২% করার প্রস্তাব রাখছি।	বর্তমানে ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্ণ ওভার হলে মূসক প্রযোজ্য নয়।	ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পায়নে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪।	পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট প্যাকেজ বর্তমান অর্থ বৎসরের ন্যায় রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।	ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা - ৯,০০০/- খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা - ৭,২০০/- গ) জেলা শহরের পৌর এলাকা - ৫,৪০০/- ঘ) দেশের অন্যান্য এলাকা - ২,৭০০/- (এই হার দোকান প্রতি)	যারা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় জড়িত তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। তারা ECR পদ্ধতি কিংবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করা তাদের জন্য কোন ভাবেই সম্ভব না। তাই ECR পদ্ধতি কিংবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ পদ্ধতি বহাল না রেখে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় প্যাকেজ পদ্ধতি উত্তম হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। প্রয়োজনে উল্লেখিত আলোকে প্যাকেজ প্রস্তাব আকারে শ্রেণী বিন্যাস করা যেতে পারে এতে নতুন নতুন ভ্যাট দাতা সৃষ্টি হবে, ভ্যাট দিতে উৎসাহিত হবে ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্যাট ফাঁকি বন্ধ হবে।
৫।	খুচরা মূল্যে বিক্রিত পণ্যের উপর আরোপিত মূসক ৪% থেকে হ্রাস করে ২.৫% করার প্রস্তাব করা হলো।	বর্তমানে খুচরা মূল্যে বিক্রিত পণ্যের উপর ৪% হারে মূসক প্রযোজ্য।	বর্তমানে খুচরা মূল্যে বিক্রিত পণ্যের উপর ৪% মূসক প্রদান করা হয়, যা অনেক বেশি। এতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ ক্রেতার উপর এর চাপ পরে। ফলে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে।
৬।	উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ঢালাওভাবে ১০ শতাংশ হারে টার্ণওভার বৃদ্ধি করে তার উপর কর নির্ধারণ করা মোটেও যুক্তি সংগত নয়। কাজেই যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন তাদের উপর টার্ণওভার এর পরিমাণ বৃদ্ধি না করার প্রস্তাব করা হলো। কোন কোন ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের উপর টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে যা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।	যে সমস্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর টার্ণওভার কর আরোপিত রয়েছে, তাদের টার্ণওভার প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে তার উপর টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে। কুটির শিল্প পর্যায়ে কোন টার্ণওভার কর আরোপিত হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কুটির শিল্পের উপরও টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে।	যে সমস্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর টার্ণওভার কর আরোপিত রয়েছে, তাদের টার্ণওভার প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে তার উপর টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই ১০ শতাংশ হারে লাভ করতে পারে না, এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানের কোন মুনাফাই হয় না। কাজেই ঢালাওভাবে ১০ শতাংশ হারে টার্ণওভার বৃদ্ধি করে তার উপর কর নির্ধারণ মোটেই যুক্তিসংগত নয়। কুটির শিল্প পর্যায়ে কোন টার্ণওভার কর আরোপিত হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কুটির শিল্পের উপরও টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে যা মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৭।	আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এ টি ভি) আদায় ব্যবস্থা বাতিল করা হোক।	বর্তমানে আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এ টি ভি) আদায় ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে কিন্তু সেটি চূড়ান্ত নয়। পণ্য পরবর্তী ক্রেতা বা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয়ের পূর্বে মুল্য ঘোষণা, মূসক সমন্বয় ইত্যাকার যাবতীয় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়।	মূসক পরিশোধযোগ্য হয় পণ্য বিক্রয় ও হস্তান্তর পর্যায়ে। অগ্রিম পরিশোধের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হয়েছে কর পরিশোধ সহজতর করার জন্য। কিন্তু আলোচ্য অবস্থায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে এবং ব্যবসায়ীর কাজের পরিমান এবং হয়রানি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
৮।	**একই বিক্রয়ের উপর দ্বৈত ভ্যাট আরোপের ব্যাপারে ঃ** এম এস রড, এ্যাঙ্গেল এবং চ্যানেল পণ্য ডিপোতে স্থানান্তরের সময় ভ্যাট প্রদান করা হচ্ছে তাই ঐসব ডিপো থেকে সর্বশেষ ক্রেতার কাছে বিক্রির সময় আবারো প্রতি টনে ১০০ টাকা ট্রেড ভ্যাট আরোপ করার যে বিধান তা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হলো।	সাধারণ আদেশ নং- ০২/২০০৫/মূসক, তারিখ ঃ ০২/০২/২০০৫ অনুযায়ী ব্যবসায়ীর জন্য প্রতি টন এম এস পণ্যের জন্য ১০০ টাকা ট্রেড ভ্যাট নির্ধারিত আছে। প্রকৃতপক্ষে সারা বাংলাদেশের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোম্পানীগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় ডিপো স্থাপন করে। এসব ডিপোতে এম এস রড, এ্যাঙ্গেল এবং চ্যানেল স্থানান্তরের সময় ব্যবসায়ীদের ট্যারিফ ভ্যালুর উপর ভ্যাট প্রদান করতে হয়।	ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট শুধুমাত্র তখনই প্রদেয় যখন প্রকৃতপক্ষে লেনদেন সংঘটিত হয়। একই লেনদেনের উপর দ্বৈত ভ্যাট আরোপের কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দ্বৈত ভ্যাট আরোপের বিধান প্রত্যাহার করা যেতে পারে।
৯।	বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর বর্তমানে প্রযোজ্য ৯% মুসক বাতিল করা হোক।	বর্তমানে বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর ৯% মুসক প্রযোজ্য।	দীর্ঘ মেয়াদী বাড়ীভাড়া কোন সেবার মধ্যে গণ্য করা যায়না। এটি একটি বিকল্প আয়ের উপায় এবং এই আয়ের উপর উচ্চহারে আয়কর প্রযোজ্য।
১০।	মূসক আইনে দন্ডসমূহ ন্যূনতম ২৫% এবং সর্বোচ্চ ৫০% অথবা একটি যুক্তিসংগত এবং সহনশীল পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন।	মূসক আইনে দন্ডসমূহ ন্যুনতম সমপরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব দেড়গুন।	অসহনীয় দন্ডের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও ফাঁকির আশ্রয় নেওয়ার এবং অসাধুতার সাথে আপোষ করার প্রবনতা দেখা দেয়।
১১।	ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে গেলে মূসকের কমিশনার(আপীল) এর কাছে আপীল করার সময় ০% ও ট্রাইবুনালের জন্য ৫% মূসক/অর্থদন্ড জমা দেওয়ার বিধান করা হোক। এ অর্থ নগদে, ট্রেজারীতে বা চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করার বিধান করা হোক।	ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল কবতে গেলে দাবীকৃত মূসকের ১০% পরিশোধ করতে হয় এবং তা পরিশোধ করতে হয় ট্রেজারীতে, চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায় না।	এর দ্বারা অপরাধ চূড়ান্ত প্রমাণের পূর্বেই আংশিক শাস্তি ভোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি এবং বিচার প্রার্থনা ও বিচার প্রাপ্তির পথ রুদ্ধকারী।
১২।	ঔষধ এবং অনুরূপ কিছু পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য নমুনা প্রদান করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্যের আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট পরিমান (ধরা যাক ২%) পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণকৃত নমুনার (ফ্রি স্যাম্পল) উপর থেকে মূসক মওকুফের প্রস্তাব করা হোল। এ সকল নমুনার ক্ষুদ্রতম মোড়কের উপর সনাক্তকরণের ব্যবস্থা মুদ্রিত থাকার বিধান করা যেতে পারে।	আয়কর আইনে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহের সুযোগ থাকলেও মূসক আইনে এরূপ কোন সুযোগ নেই।	ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য অপরিহার্য বিধায় মূসক প্রদান তাদের প্রমোশন ব্যয়ের বোঝা বৃদ্ধি করে। কোন কোন উৎপাদক নিরুপায় হয়ে মূসক এরিয়ে যাবার বিকল্প (সৎ বা অসৎ যাই হোক) পথ খোঁজে। আইনানুগ সুযোগ দেওয়া হলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১৩।	সাধারণত শিল্প কারখানাসমূহ ট্রাক স্ট্যান্ড অথবা সড়ক থেকে ট্রাক ভাড়া করে থাকে। পরিবহন বিলের উপর উৎসে মূসক কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।	পরিবহন বিলের উপর উৎসে মূসক কর্তন পরিপালন হয় না।	এ সকল ট্রাক কর-চালানপত্র বা আনুষ্ঠানিক বিল দিতে পারে না, নগদ টাকা গ্রহণ করে। কাজেই উৎসে মূসক কর্তন খুবই অবাস্তব এবং অসম্ভব।
১৪।	প্লাস্টিক খেলনার উপর ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহর করার প্রস্তাব করছি।	দেশীয় উৎপাদিত প্লাস্টিক খেলনা সামগ্রী (৯৫০৩.০০.৯০) এর উপর বর্তমানে ১৫% ভ্যাট আরোপিত আছে।	দেশীয় খেলনার উপর ১৫% ভ্যাট আরোপিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে নিম্নোক্ত কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, ১। দেশীয় খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র, এদের ভ্যাট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ভ্যাটের খাতা পত্র মেইনটেইন করার লোক নাই। ২। ১৫% ভ্যাটের কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশী পণ্য বাজারে আসছে। ৩। ক্ষুদ্র শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভ্যাট প্রত্যাহার আবশ্যকীয়। ৪। স্বল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করার জন্য উৎসাহিত হবেন ভ্যাট প্রত্যাহার হলে।
১৫।	পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ডাম্পিং এর মাধ্যমে আসা পণ্যে এ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা দরকার। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে যৌক্তিক পর্যায়ে এ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা হলে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল আসবে।	বিভিন্ন পণ্য যেমন টয়েজ, মেলামাইন, ব্যান্ড, ক্লিপ (মহিলাদের), প্লাস্টিক জুয়েলারী আইটেম ইত্যাদি'র উপর এ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ না করায় স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	স্থানীয় পণ্য উৎপাদনে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু অনেক বেশী থাকায় এবং ডাম্পিং এর মাধ্যমে আমদানিকৃত তৈরী পণ্য দেশে ঢুকছে যা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এতে দেশীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এ ধরনের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় পণ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পথে। তাই স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে যৌক্তিক পর্যায়ে আমদানিকৃত তৈরী পণ্যের উপর এ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা দরকার।
১৬।	সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন শতভাগ প্লাস্টিকের রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে Inter Bond Transfer Facilities থাকা প্রয়োজন।	সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন শতভাগ প্লাস্টিকের রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে Inter Bond Transfer Facilities নেই।	পোশাক শিল্পের ন্যায় সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন শতভাগ প্লাস্টিকের রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities দেয় হলে এই শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে।
১৭।	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীর ব্যবসা খাতে টার্ন ওভার ট্যাক্সের হার ০.৫০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ০.১৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।	২০১০-১১ অর্থবছর থেকে সরকার কর্তৃক কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় ০.৫০ শতাংশ হারে টার্ন ওভার ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়েছে।	এতে কম্পিউটার ব্যবসার ক্ষেত্রে মূল্য সহনশীল মাত্রায় রাখা যাচ্ছে না। যেহেতু এ জাতীয় আমদানী নির্ভর পণ্যে লাভের পরিমাণ খুবই কম। কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী সকলের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হলে এ খাতে টার্ন ওভার ট্যাক্সের হার ০.৫০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ০.১৫ শতাংশে নির্ধারণ করতে হবে।